20 AUG 2008

যশোর শিক্ষা বোর্ডে ৬৯টি পদ শূন্য

যশোর ব্যুরো

প্রয়োজনীয় লোকবলের অভাবে যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের দাফতরিক কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়েছে। বছরের পর বছর ধরে শিক্ষা বোর্ডের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ শূন্য অবস্থায় থাকলেও তা পূরণ করার কোন উদ্যোগ নেই। ফলে এক একজন কর্মকর্তা-কর্মচারী অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, যশোর শিক্ষা বোর্ডের ৬৯টি পদ দীর্ঘদিন শূন্য রয়েছে। বোর্ডের মোট অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৩৪৯টি। তবে বরিশাল শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠার পর এখান থেকে ১০৬টি পদ ছেঁটে দেয়া হয়। বর্তমানে যশোর বোর্ডে পদ রয়েছে ২৪৩টি। শূন্য ৬৯টি পদের মধ্যে কোন কোনটি আবার ৫-৬ বছর পর্যন্ত খালি রয়েছে। অতিসম্প্রতি কলেজ পরিদর্শক ড. পরিতোষ কুমার দাসকে প্রেষণে যশোর টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করায় তার পক্ষে আগের দায়িত্ব পালন করাও কঠিন হয়ে পড়েছে। সূত্র মতে, যশোর শিক্ষা বোর্ডে বর্তমানে ১১টি প্রথম শ্রেণী ও ৫৮টি বিভিন্ন শ্রেণীর পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে নিয়মান সহকারী ২৪টি, সনদ লেখকের ৪টি, ম্যাকানিকের ১টি, গ্রন্থাগারিক ১টি, গণসংযোগ ১টি, গাড়িচালক ২টি, ড্রাপসম্যান ১টি ও সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ারের ১টি পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। সূত্র জানায়, জোট সরকারের আমলে যশোর শিক্ষাবোর্ডে মোট শূন্য পদের সংখ্যা ছিল ৩৪টি। ২০০৪ সালে ওইসব শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর তিন হাজারেরও বেশি আবেদন জমা পড়ে। কিন্তু নিয়োগের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলে শূন্য পদগুলো আর পূরণ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে ৩৪ থেকে শূন্য পদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৯টিতে। সূত্র বলেছে, নিয়োগের ওপর থেকে পরবর্তীতে নিয়োগ প্রত্যাহার করা হলেও শূন্য পদগুলো আজ পর্যন্ত পূরণ করা হয়নি। বোর্ডের কর্মচারী ইউনিয়নের একশ্রেণীর নেতার কারণে শূন্য পদগুলোতে নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। কেননা বোর্ডের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর শূন্য পদে নিয়োগ ইউনিয়ন নেতাদের অনুমতি ছাড়া হয়েছে এমন নজির খুব কমই আছে। আর এসব পদে নিয়োগদানের মাধ্যমে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়া হয়েছে। ফলে ২০০৪ সালে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ সত্ত্বেও ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের মতপার্থক্যের কারণে শূন্য পদে নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয়নি।

মুখ থুবড়ে পড়েছে কার্যক্রম